441

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN. ৪ 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৫ ......

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখন অনেক উন্নত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অতীতের চেয়ে এখন অনেক উন্নত হয়েছে। ক্যাম্পাস আজ আর 'ডাকাতদের গ্রাম' নেই আজ এটি 'তপস্যার স্থলে' রূপ নিয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে অপহরণের ঘটনা রূপকথার গল্প, দিনভর গোলাগুলি নেই, রাত-বেরাত ঘুরতেও নেই কোন শঙ্কা। আজ ক্যাম্পাসে কেউ কারও হাতে জিম্মি নেই। সবাই ইচ্ছামতো চলতে পারছে। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মস্তান বহিরাগত কেউ হলে জায়গা পাচ্ছে না। ক্যাম্পাস পরিণত হয়েছে 'শান্তির নীড়ে'। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের জয়ের পর রাত থেকে ক্যাম্পাসে ছুটে আসে লাখো জনতা কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ৩/৪ বছর আগেও যেখানে দিনভর বন্দুকযুদ্ধ হতো আজ সেখানে গুলির শব্দ শোনা যায় না। সকালে ঘুম ভাঙ্গে পাখির কলকাকলিতে, আজ ক্যাম্পাসে বারুদের গন্ধ নেই। সমর্থন সমর্থক ছাত্র সংগঠনের নামী ক্যাডারদের বহিষ্কারের পরে ক্যাম্পাস ছিল শান্ত। সর্বোপরি দলমত নির্বিশেষে সবাই বলছে, গত তিন বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে। ছাত্ররা আজ আর সস্তা হিরোইজমের জন্য অস্ত্র হাতে নেয় না, কেউ তাদের অস্ত্র রাজনীতিতে টানতে চায় না। তারা সবাই টেবিলে ফিরে গেছে। পাঠে মনোযোগী হয়েছে।

আইন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এনামুল হক বাবলু ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উন্নতির কথা স্বীকার করে বলেছেন, এর পুরো কৃতিত্ব বর্তমান সরকারের। কারণ এই সরকারের সদিচ্ছা ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা শরীফুজ্জামান বলেছেন, 'ক্যাম্পাস উন্নত হওয়ার মূল কারণ ছাত্র রাজনীতিতে অস্ত্রনির্ভরতা কমেছে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রাজনীতিতে। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বলেছেন, 'ক্যাম্পাসে আগের মতো গোলাগুলি নেই তা ঠিক আছে কিন্তু ছাত্রদলের সব নেতাকর্মীরা তো হলে থাকতে পারছে না। ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন বলেছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে আজকে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি তৈরি করা কারও একার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখানে সবার সাহায্য লেগেছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যার আমরণ সংগ্রাম সেই মহান নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর দৃঢ় অবস্থানও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। যে কারণে তিনি হলগুলো যখন তখন তল্লাশি চালিয়ে বহিরাগত ও অস্ত্রবাজ গ্রেফতার করছেন এবং বহিষ্কার করছেন। রাতের বেলা ক্যাম্পাসে রিক্সাওয়ালারাও বলেছে, 'আগে গভীর রাতে টাকা ছিনতাই হতো এখন আর ছিনতাই হচ্ছে না নির্বিঘ্নে রিক্সা চালাতে পারছি।"

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উন্নত হওয়ায় উপাচার্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি গালভরা হাসি দিয়ে বলেন 'আমি আনন্দিত, ক্যাম্পাস শান্ত থাকলে আমার মন ভাল থাকে'। এই পরিস্থিত সৃষ্টিতে তিনি স্বীকার করেন সবাই তাকে সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর কথা। দায়িত্ব গ্রহণের দিন হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার কথা প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন স্মরণ করে তিনি বলেন, 'আজ আমার ভাল লাগছে তাঁর কথা রাখতে পেরেছি, আস্থা অর্জন করতে পেরেছি।' তিনি আরও বলেন, সরকারী ছাত্র সংগঠন হিসাবে ছাত্রলীগ নেতারাও কখনও তাদের বহিষ্কৃত নেতাকর্মীদের জন্য তদ্বির করতে না এসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়া অন্য ছাত্র সংগঠনসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহযোগিতার কথাও তিনি স্মরণ করেছেন। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারদের জেহাদী অবস্থানের কথাও প্রশংসার সঙ্গে স্মরণ করেন। সাধারণ ছাত্ররা আজ সস্তা হিরোইজম ভুলে গিয়ে পড়ালেখায় মনোযোগ দেয়ায়ও সন্ত্রাস কমে গেছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি আগামীতে সকলের বেশি বেশি সহযোগিতা চেয়ে বলেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটি জাতির গর্বের ধন। এর উত্তরোত্তর, শ্রীবৃদ্ধি পক্ষান্তরে জাতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে।'

SHEET — OF — SHEETS